ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫৮৬৮
আগরতলা,৩১ মার্চ,২০২৬

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজে সৃষ্টি হল ইতিহাস
রাজ্যের ইতিহাসে প্রথমবার পরপর দু'টি কিডনি প্রতিস্থাপন

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার আন্তরিক প্রচেষ্টায় আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়েছে। এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে পর্যায়ক্রমে পাঁচটি সফল কিডনি প্রতিস্থাপনের পর গতকাল ও আজ ষষ্ঠ ও সপ্তম কিডনি প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দাতা ও গ্রহীতারা সুস্থ আছেন।

উল্লেখ্য মুখ্যমন্ত্রীর আন্তরিক উদ্যোগে আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতাল এবং মণিপুরের সিজা হাসপাতালের কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে দু'দিনে দুটি কিডনি প্রতিস্থাপন সফলভাবে সম্পন্ন করা হলো। উল্লেখ্য, পূর্বে প্রতিবার একটি করে কিডনি প্রতিস্থাপন করা হলেও এবার প্রথমবারের মতো রাজ্যে দু'দিনে দু'টি কিডনি প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হলো, যা এক নতুন মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতাল এবং মণিপুরের সিজা হসপিটালের কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে দক্ষিণ ত্রিপুরার বাইখোড়ার কলসির বাসিন্দা ৩৬ বছরের যুবকের দেহে কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয় গত ৩০ মার্চ। কিডনি দান করেছেন গ্রহীতার বাল্যবন্ধু বাইখোড়া কলসির বাসিন্দা ৩৩ বছরের যুবক। আজ কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয় ৩৩ বছর বয়সী চম্পকনগরের বাসিন্দা এক যুবকের। তার ৫৯ বছর বয়স্ক বাবা তাকে কিডনি দান করেন।সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, উভয় ক্ষেত্রেই দাতা ও গ্রহীতারা সুস্থ আছেন এবং তারা ২৪ ঘণ্টা চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।

ষষ্ঠ ও সপ্তম কিডনি প্রতিস্থাপনের ক্ষেত্রে এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের নেফ্রলজি ডিপার্টমেন্টের চিকিৎসক টিমে ছিলেন ডাঃ মানস গোপ, ডাঃ সমরেশ পাল, ডাঃ রেশমী দাস এবং ডাঃ উদয়ন সাহা। ইউরোলজি ডিপার্টমেন্টের ডাঃ মুকুট দেবনাথ, ডাঃ বিজিত লোধ এবং ডাঃ জীবন দেবনাথ। এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের পক্ষে অ্যানেস্থলজিস্ট হিসাবে ছিলেন ডাঃ ভাস্কর মজুমদার, ডাঃ তপন দেববর্মা এবং ডাঃ জাগৃতি আইচ। সিজা হাসপাতাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পক্ষে ছিলেন ডাঃ সৌম্যরেন্দ্র পাওনাম (ইউরোলজিস্ট এন্ড ট্রান্সপ্লান্ট সার্জেন) ডাঃ মহারাভাম মাহালে (ইউরোলজিস্ট)। ডাঃ থউ দাম যশোবন্তা সিং (কনসালটেন্ট অ্যানেস্থেসিষ্ট), ডাঃ থউ ব্রাম চন্ডিস সিং (ডি.এন.বি অ্যানেস্থেসিয়া)। প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়ায় জিবিপি হাসপাতালের অন্যান্য ওটি নার্স, ফ্লোর নার্স ও ওটি টেকনিশিয়ানরা উপস্থিত ছিলেন।

২-এর পাতায়

সম্পূর্ণ তদারকিতে ছিলেন ছিলেন সিনিয়র নার্সিং অফিসার তপতী চক্রবর্তী। ষষ্ঠ কিডনি প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া শুরু হয় সকাল ৯ টায় এবং শেষ হয় বিকাল ৩ টায় অর্থাৎ প্রায় ছয় ঘন্টা ধরে এই প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া চলে।

সপ্তম কিডনি প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া শুরু হয় সকাল ৮.৩০ টায় এবং শেষ হয় দুপুর ১. ৩০ টায় অর্থাৎ প্রায় পাঁচ ঘন্টা ধরে এই প্রতিস্থাপন প্রক্রিয়া চলে।

এজিএমসি অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে পরপর এই কিডনি প্রতিস্থাপন সম্ভব হয়েছে একমাত্র রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

উল্লেখ্য গত ৮ জুলাই ২০২৪ রাজ্যে প্রথম কিডনি প্রতিস্থাপন হয়েছিল। এ.জি.এম.সি.-র মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট এই সংবাদ জানিয়েছেন।

*****